Ball Games Males Play————TTTTTtallq

নীমহকীম পোঁড়তের-৫-৩-১-দঁগোল বাল্ম গেম-

—4—3—1—৫—৩—১—Dangal Format Foot Ball Played by 50:50half baked Cakey Crooky Creepy-Sneaky Videowans and their ignoRanting Blissful MusclePowered Punganury Chintakaiey followers spread all over this wide area popularly known as Barr e Saagheer —now renamed as Barrul Kebaer—with an iconic—49-BeardClip Cissors

//////////////////////

ভরণপোষণ আদায়ের ক্ষেত্রে স্ত্রীর আইনগত যে অধিকার রয়েছেঃ এটি একটি দেওয়ানি প্রতিকার। এই অধ্যাদেশে ভরণপোষণ, দেনমোহর, বিবাহ-বিচ্ছেদ, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি বিষয়ে পারিবারিক আদালতে মামলা করার কথা বলা হয়েছে। পূর্বে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮৮ ধারা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ভরণপোষণের মামলা দায়ের করা যেত। ভরণপোষণ সংক্রান্ত আইন - banglanews24.com www.banglanews24.com › 372073.details

//////////////////////

আহমদ খান বনাম শাহ বানো বেগম [১৯৮৫], যা সাধারণত শাহ বানো মামলা নামে পরিচিত, ভারতে একটি বিতর্কিত ভরণপোষণ মামলা ছিল, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট একজন তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলাকে ভরণপোষণ প্রদানের পক্ষে রায় দেয়।

/////আজকের রাবোণ রাখাল—×—আবলা নারী সারা/////

Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum -

./////////////

শাহ বানো আদালতে যান এবং ফৌজদারি কার্যবিধি, 1973 সালের ধারা 123 এর অধীনে নিজের এবং তার পাঁচ সন্তানের ভরণপোষণের জন্য একটি দাবি দাখিল করেন। এই ধারাটি একজন পুরুষকে বিবাহের সময় এবং বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও তার স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য একটি আইনি বাধ্যবাধকতা রাখে যদি সে নিজের জন্য নিজেকে রক্ষা করতে না পারে।

শাহ বানো মামলা কি? | কি খবর - The Indian Express

indianexpress.com › article › what-is › w...

///////////////////////

১৯৮৫ সালে, সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে তিনি ভরণপোষণ চাইতে পারেন, শাহ বানো তার মামলাটি প্রত্যাহার করে নেন, যা রাজনৈতিক ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত

হয়েছিল। ১৯৯২ সালে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে তিনি মারা যান।

ভূত, শাহ বানো , এবং নারীর মর্যাদা - হিন্দুস্তান টাইমস

www.hindustantimes.com › opinion › of-...

////////////

SHAH BANO- ONE WOMAN WHO INSPIRED THE NATION but also deflated the 50:50 Male Chauvinist Brigands who resorted to Revisionist political vendetta - male Chauvinism of the worst kind in MERA BHARAT MAHAAN.

AI উত্তর

শাহ বানো মামলা (Shah Bano case) হলো ভারতের একটি বিখ্যাত আইনি মামলা যা ১৯৮৫ সালে ঘটেছিল। এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট একজন তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলার ভরণপোষণের অধিকারের পক্ষে রায় দিয়েছিল। এই রায়টি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ আইনের সাথে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের বিরোধের কারণে বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল এবং এর ফলস্বরূপ মুসলিম মহিলা (তালাকের অধিকার সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬ প্রণয়ন করা হয়েছিল। [১, ২]

মামলার প্রেক্ষাপট:

শাহ বানো নামে এক মুসলিম মহিলা তার স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছিলেন এবং ভরণপোষণ দিতে অস্বীকার করেছিলেন।
শাহ বানো ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারা অনুযায়ী ভরণপোষণের আবেদন করেন।
এই ধারাটি সকল ধর্মের মানুষের জন্য প্রযোজ্য এবং এতে বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রী, সন্তান বা পিতামাতার ভরণপোষণ প্রদানে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।
[২, ৪]
সুপ্রিম কোর্টের রায়:
সুপ্রিম কোর্ট শাহ বানোর পক্ষে রায় দেয় এবং তার স্বামীকে ভরণপোষণ দেওয়ার নির্দেশ দেয়।
আদালত বলে যে, মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (যা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর ভরণপোষণ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলেনি) ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারার অধীনে আসে এবং তাই এটি প্রযোজ্য।
[২, ৪]
বিতর্ক ও আইন প্রণয়ন:
এই রায়টি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করে।

অনেকে মনে করেন যে, এই রায় মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে হস্তক্ষেপ করেছে এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করেছে।

এর প্রতিক্রিয়ায় ভারত সরকার মুসলিম মহিলা (তালাকের অধিকার সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬ প্রণয়ন করে, যা মুসলিম পুরুষদের তাদের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদের শুধুমাত্র ইদ্দত (তালাকের পর নির্দিষ্ট সময়) পর্যন্ত ভরণপোষণ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা দেয়।

[১, ২]

শাহ বানো মামলা মুসলিম মহিলাদের অধিকার এবং ধর্ম ও আইনের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক তৈরি করে।

[১, ২]

শাহ বানো মামলা কি? | কি খবর - দ্য...

The Indian Express

মো. আহমেদ খান বনাম শাহ বানো বেগম

Wikipedia

মো. আহমেদ খান বনাম শাহ বানো বেগম -...

উইকিপিডিয়া

1985: শাহ বানো মামলা - ফ্রন্টলাইন -...

Frontline Magazine

মো. আহমেদ খান বনাম শাহ বানো বেগম -...

Wikipedia

শাহ বানো মামলার ব্যাখ্যা - Finology...

Finology Blog

শাহ বানো মামলা | এনসাইক্লোপিডিয়া ডট...

Encyclopedia.com

ভূত, শাহ বানো , এবং নারীর মর্যাদা -...

Hindustan Times

AI-এর উত্তরে ভুল থাকতে পারে। আরও জানুন

মো. আহমেদ খান বনাম শাহ বানো বেগম - উইকিপিডিয়া

bn.wikipedia.org › wiki › মো._আহমেদ...

মো. আহমেদ খান বনাম শাহ বানো বেগম, যা সাধারণত 'শাহ বানু কেস' নামে পরিচিত, ভারতে একটি বিতর্কিত মামলা ছিল, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট একজন তালাকপ্রাপ্ত ক্ষতিগ্রস্থ মুসলিম মহিলাকে ভরণপোষণের পক্ষে রায় দিয়েছিল।

////////আনঁনদী //

Women will not get the benefit of Triple Talaq, says grandson of Shah Bano

দেশ

'মহিলাদের সুবিধা হবে না', মত শাহ বানোর নাতির

শাহ বানোর পরিবার অবশ্য এর সঙ্গে একমত নন। তিন

তালাক বিল নিয়ে দেশের রাজনীতিতে যখন আলোচনা চলছে, তখন ইনদওরে শাহ বানোর পরিবারের চা-নাস্তার টেবিলেও এ নিয়ে আলোচনার ঝড়।

: ০১ অগস্ট ২০১৯ ০৩:২৮

শাহ বানো। ফাইল চিত্র

শাহ বানো। ফাইল চিত্র

দিদা বাষট্টি বছর বয়সে তিন তালাকের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু তা বলে তিন তালাককে ফৌজদারি অপরাধের তকমা দিলে মহিলাদের কোনও সুবিধা হবে না, ইনদওর থেকে ফোনে জানালেন জুবের আহমেদ। শাহ বানোর নাতি। তাঁর বড় মেয়ে সিদ্দিকিয়া আহমেদের পুত্র।

তিন তালাক বিল পাশ করাতে গিয়ে মোদী সরকার বারবার শাহ বানোর উদাহরণ টেনে এনেছে। প্রয়াত রাজীব গাঁধীর সরকার শাহ বানোর মতো মুসলিম মহিলাদের সঙ্গে অন্যায় করেছিল বলে অভিযোগ তুলেছে। মোদী সরকারের আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদের দাবি, সেই অন্যায় শুধরে শাহ বানো থেকে সায়রা বানোর মতো মুসলিম মহিলাদের ন্যায় পাইয়ে দিতেই তিন তালাক বিল। তাতে তিন তালাকের অপরাধে তিন বছরের জেলের শাস্তির ব্যবস্থা।

শাহ বানোর পরিবার অবশ্য এর সঙ্গে একমত নন। তিন তালাক বিল নিয়ে দেশের রাজনীতিতে যখন আলোচনা চলছে, তখন ইনদওরে শাহ বানোর পরিবারের চা-নাস্তার টেবিলেও এ নিয়ে আলোচনার ঝড়। শাহ বানোর কন্যা সিদ্দিকিয়া, তাঁর স্বামী সাব্বির আহমেদ খান, পুত্র জুবের—সকলেই একমত যে, এই আইনের অপব্যবহার হবে। জুবের বলেন, "আমার মা-ও মনে করেন, এই আইনের ফলে কোনও মহিলা তাঁর স্বামীকে ব্ল্যাকমেল করতে পারেন। বধূ নির্যাতন প্রতিরোধ আইনের মতো এরও অপব্যবহার হবে।"

শাহ বানোকে যখন তাঁর স্বামী মহম্মদ আহমেদ খান তিন তালাক দেন, তখন তিনি তিন পুত্র, দুই কন্যা— এই পাঁচ সন্তানের জননী। বড় মেয়ে সিদ্দিকিয়ার তত দিনে বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মহম্মদ আহমেদ স্ত্রীকে কোনও খোরপোষ দিতে রাজি হননি। নিজের ও সন্তানদের ভরণপোষণের জন্যই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শাহ বানো। সালটা ১৯৭৮। নিম্ন আদালত নির্দেশ দেয়, তাঁর স্বামীকে মাসে ২৫ টাকা খরচ দিতে হবে। খোরপোষের অঙ্ক বাড়ানোর আর্জি নিয়ে শাহ বানো মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে যান। হাইকোর্ট মহম্মদ আহমেদকে মাসে ১৭৯ টাকা ২০ পয়সা খোরপোষ দিতে হবে। তাতেও রাজি হননি আহমেদ। তিনি সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে দাবি

তোলেন, মুসলিম পার্সোনাল আইনে তাঁর কোনও খোরপোষ দেওয়ার দায় নেই। কারণ তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন।

সুপ্রিম কোর্ট শাহ বানোর পক্ষেই রায় দিয়েছিল। আহমেদকে খোরপোষের নির্দেশ দিয়েছিল। শাহ বানোর নাতি জুবের বলেন, "এ ক্ষেত্রেও খোরপোষের অঙ্ক বাড়িয়ে দিয়ে জরিমানার ব্যবস্থা করলেই হত। মুসলিম বিবাহের চুক্তিতে মেহর বা টাকার অঙ্ক বলা থাকে, যা স্ত্রীকে দেন স্বামী। আইনে বলে দেওয়া যেত, তিন তালাক দিলে মেহরের ১০ গুণ, ২৫ গুণ বা ৫০ গুণ খেসারত দিতে হবে। তা হলে পারিবারিক কোর্টেই সমস্যা মিটে যেত।" সুপ্রিম কোর্ট শাহ বানোর পক্ষে দাঁড়িয়ে, তিন তালাকের পরে মুসলিম মহিলাদের খোরপোষের পক্ষে রায় দিলেও, রাজীব গাঁধীর সরকার নতুন আইন এনে তা খারিজ করে দেয়। মোদী সরকারের আইন বলছে, স্বামী তিন তালাকের অপরাধে জেলে গেলেও তাঁকে খোরপোষের দায়িত্ব নিতে হবে। জুবের বলেন, "এখন কেউ রাগের মাথায় তিন তালাক বলে ফেললেও তাঁর স্ত্রী আদালতে যেতে পারেন।

গ্রেফতার হলে জামিন পেতে দশ দিন লেগে যাবে। মামলা-মোকদ্দমা বাড়বে। ছেলে জেলে গেলে শ্বশুর-শাশুড়ি কি আর পুত্রবধূকে বাড়িতে রাখতে চাইবেন?"

শাহ বানোর পরিবারের মতে, তিন তালাক আইনের একটাই ফায়দা। কোরান বা শরিয়ত আইনেও তিন তালাকের বিরুদ্ধে মত রয়েছে। অনেকেই জানতেন না। এখন তিন তালাক বিলে আলোচনা, তাতে আইনি অপরাধের তকমা দেওয়ায় সকলেই জেনে গেলেন, তিন তালাক ইসলামেও পাপ ছিল, আইনেও অপরাধ হয়ে গেল।

Shah Bano's Grandson condemns Triple Talaq as barbaric.unislaamic majoicy rejoicy jagirdary fuedal vestige.,by which the semi ignoRant Videowaan—Vidwans are mesmerised,..

/////////////////////

///in//1927/////Allama Iqbal, ///wrote////

"In the words of Allama Iqbal, "the question which is likelyto confront Muslim countries in the near future, is whether the law of Islam is capable of evolution-a question which will require great intellectual effort, and is sure to he answered in the affirmative "

//////

///Excerpts////from SC////

The translation of Aiyats 240 to 242 in 'The

Meaning of the Quran' (Vol. I, published by the Board of Islamic Publications, Delhi) reads thus .

"240-241.

Those of you, who shall die and leave wives behind them, should make a will to the effect that they should be provided with a year's maintenance and should not be turned out of their homes. But if they leave their homes of their own accord, you shall not be answerable for whatever they choose for themselves in a fair way; Allah is All Powerful, All-wise. Likewise, the divorced women should also be given something in accordance with the known fair standard. This is an obligation upon the God-fearing people.

861

242. A Thus Allah makes clear His commandments for you:

It is expected that you will use your commonsense."

In "The Running Commentary of The Holy Quran" (1964 Edition) by Dr. Allamah Khadim Rahmani Nuri, Aiyat No. 241 is translated thus:

"241 And for the divorced woman (also) a

provision (should be made) with fairness (in addition to her dower); (This is) a duty (incumbent) on the reverent."

In "The Meaning of the Glorious Quran, Text and Explanatory Translation", by Marmaduke Pickthall, (Taj Company Ltd.,karachi), Aiyat 241 is translated thus:

'-241.

For divorced women a provision in kindness: A duty for those who ward off (evil)."

Finally, in "The Quran Interpreted" by Arthur J. Arberry. Aiyat 241 is translated thus:

"241.

There shall be for divorced women provision honourable-an obligation on the god fearing."

So God makes clear His signs for you: Happily you will understand."

//////////////////////////////////

It is a matter of deep regret that some of the interveners who supported the appellant, took up an extreme position by displaying an unwarranted

zeal to defeat the right to maintenance of women who are unable to maintain themselves. The written submissions of the All India Muslim Personal Law Board have gone to the length of asserting that it is irrelevant to inquire as to how a Muslim divorce should maintain herself. The facile answer of the Board is (that the Personal Lawhas devised the system of Mahr to meet the requirements of women and if a woman is indigent, she must look to her relations, including nephewand cousins, to support her. This is a most unreasonable view of law as well as life. We appreciate that Begum Temur Jehan, a social worker who has been working in association with the Delhi City Women's Association for the uplift of Muslim women, intervened to support Mr. Daniel Latifi who appeared on behalf of the wife It is also a matter of regret that Article 44 of our Constitution has remained a dead letter. It provides that "The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India". There is no evidence of any official activity for 867

framing a common civil code for the country.A belief seems to have gained ground that it is for the Muslim community to take a lead in the matter of reforms of their personal law.A common Civil Code will help the cause of national integration by removing disparate loyalties to laws which have conflicting ideologies. No community is likely to bell the cat by making gratuitous concessions on this issue. It is the State which is charged with the duty of securing a uniform civil code for the citizens of the country and, unquestionably, it has the legislative competence to do so.A counsel in the case whispered, somewhat audibly, that legislative competence is one thing, the political courage to use that competence is quite another. We understand the difficulties involved in bringing persons of different faiths and persuasions on a common platform But, a beginning has to be made if the Constitution is to have any meaning. Inevitably, the role of the reformer has to be assumed by the courts because, it is beyond the endurance of sensitive minds to allow injustice to

be suffered when it is so palpable. But piecemeal attempts of courts to bridge the gap between personal Laws cannot take the place of a common Civil Code. Justice to all is a far more satisfactory way of dispensing justice than justice from case to case.

/////////////////

Dr. Tahir Mahmood in his book 'Muslim Personal Law' (1977 Edition, pages 200-202), has made a powerful plea for framing a uniform Civil Code for all citizens of India. He says: "In pursuance of the goal of secularism, the State must stop administering religion based personal laws". He wants the lead to come from the majority community but, we should have thought that, lead or no lead, the State must act. It would be useful to quote the appeal made by the author to the Muslim community:

"Instead of wasting their energies in exerting theological and political pressure in order to secure an "immunity" for their traditional personal law from the state` legislative jurisdiction, the Muslim will do

well to begin exploring and demonstrating how the true Islamic laws, purged of their time-worn and anachronistic interpretations, can enrich the common civil code of India."

/////////////////

At a Seminar held on October 18, 1980 under the auspices of the Department of Islamic and Comparative Law, Indian Institute of Islamic Studies New Delhi? he also made an appeal to the 868 Muslim community to display by their conduct a correct understanding of Islamic concepts on marriage and divorce (See Islam and Comparative Law Quarterly, April-June, 1981, page 146).

Before we conclude, we would like to draw attention to the Report of the Commission on marriage and Family Laws, which was appointed by the Government of Pakistan by a Resolution dated August 4, 1955. The answer of the Commission to Question No.5 (page 1215 of the Report) is that "a large number of middle-aged women who are being divorced without rhyme or reason should not be thrown on the streets without a roof over their

heads and without any means of sustaining themselves and their children."

The Report concludes thus:

"In the words of Allama Iqbal, "the question which is likelyto confront Muslim countries in the near future, is whether the law of Islam is capable of evolution-a question which will require great intellectual effort, and is sure to he answered in the affirmative "

For these reasons, we dismiss the appeal and confirm the judgment of the High Court. The appellant will pay the costs of the appeal to respondent 1, which we quantify at rupees ten thousand. It is needless to add that it would be open to the respondent to make an application under section 127 (1) of the Code for increasing the allowance of maintenance granted to her on proof of a change in the circumstances as envisaged by that section.

/////////////////

Case: Shah Bano Begum v Mohammed Ahmed

Khan

The Matter Heard by Bench: Justice Y.V. Chandrachud (C.J.), Justice D.A. Desai, Justice O. Chinnappa Reddy, Justice Rnagnath Misra, Justice E.S. Venkataramiah

Background

Shah Bano Begum, a Muslim woman, was married to Mohammed Ahmed Khan. After being divorced by her husband, Shah Bano filed a petition for maintenance under Section 125 of the Criminal Procedure Code, 1973. The trial court granted her maintenance, but the order was challenged by Ahmed Khan on the grounds that, as a Muslim, he was only obliged to provide maintenance during the iddat period (approximately three months post-divorce) under Islamic personal law, not beyond it.

Issues

1. Whether Section 125 of the Criminal Procedure Code, which mandates maintenance for divorced women beyond the iddat period, is applicable to

Muslims.
2. Whether the application of this provision conflicts with the principles of Islamic personal law.

Observation

The Supreme Court noted that the purpose of Section 125 is to provide for the maintenance of women who are unable to maintain themselves, regardless of their religion. The Court emphasized that personal laws cannot override statutory laws enacted by Parliament, which aim to provide social justice and protect the rights of women. It observed that Section 125 was meant to ensure that no woman is left destitute after divorce and that personal laws should be interpreted in a way that does not infringe on the fundamental rights guaranteed by the Constitution.

Decision

The Supreme Court ruled in favour of Shah Bano Begum, affirming that she was entitled to maintenance under Section 125 of the CrPC beyond

the iddat period. The Court held that personal laws must align with the statutory provisions of civil laws that provide for the welfare and protection of individuals. The judgment catalysed a broader debate on women's rights and religious personal laws in India.

In response to the Shah Bano verdict, and to address the concerns raised by the Muslim community regarding the judgment's implications, Parliament enacted the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986. This legislation restricted the maintenance obligation to the iddat period, and provided for maintenance only if the divorced woman was not provided for by her former husband. It aimed to align the legal framework with personal law considerations.

/////////////////

Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum

Ms. Shah Bano Begum was married to a lawyer named Mr. Mohd. Ahmed Khan. They lived together

for 43 years and had five children. In 1978, Mr. Khan threw Ms. Begum out of the shared household and Ms. Begum applied for maintenance from Mr. Khan under Section 125 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Cr.P.C, 1973). Pending her application, Mr. Khan dissolved the marriage by pronouncing a triple talaq (divorce on the triple utterance of the word "talaq" by a Muslim husband) and paid Ms. Begum 3000 rupees as mahr (money/valuable property promised to a Muslim woman for her financial security under the marriage contract) and a further sum of maintenance for the iddat period (a period of 3 months that a Muslim woman has to observe before she can remarry after her divorce). Mr. Khan argued that Ms. Begum's claim for maintenance should be dismissed as Ms. Begum had received the amount due to her on divorce under the Muslim personal law. The lower court granted Ms. Begum's claim for maintenance, which was set at 179 rupees per month by the High Court in a revision application. Mr. Khan appealed to the Supreme Court in 1985 and the Court held that a

payment made pursuant to personal laws cannot absolve a husband of his obligation to pay fair and reasonable maintenance under Section 125 Cr.P.C, 1973 and a husband can be liable to pay maintenance beyond the iddat period.

//////////////////////

Mohd. Ahmad Khan V. Shah Bano Begum,1985 SCR (3) 844 « »

11-Oct-2023

Tags: Criminal Procedure Code, 1973 (CrPC)

Supreme Court

Introduction

This is a landmark judgement under the Muslim Law which empowers a divorced woman to get maintenance after the Iddat period.

Facts

The appellant husband married the respondent wife in 1932.

In 1975, the appellant forced the respondent to leave their shared residence.

Subsequently, in April 1978, the respondent initiated

legal proceedings under Section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC), seeking maintenance at a rate of Rs. 500 per month.

On 6th November 1978, the appellant finalized the divorce through an irrevocable talaq.

The appellant argued that, according to Muslim Law, he had no obligation to provide maintenance. He claimed to have already paid Rs. 200 per month for approximately two years and had deposited Rs. 3000 as dower in the court during the Iddat period.

Initially, the Magistrate ordered the appellant to pay Rs. 25 per month, but this amount was later increased to Rs. 179.20 by the High Court.

In response, the appellant filed a special leave petition before the Supreme Court.

Issues Involved

Whether the Muslim Women are entitled to get maintenance under Section 125 of the CrPC?

Whether the Muslim Personal Law impose no obligation upon the husband to provide for the maintenance of his divorced wife?

Whether there is any conflict between the

provisions of Section 125 of CrPC and those of the Muslim Personal Law on the liability of the Muslim husband to provide for the maintenance of his divorced wife.

Observations

On 23rd April 1985, the Supreme Court in a unanimous decision observed that “The statements in the textbook are inadequate to establish the proposition that the Muslim husband is not under an obligation to provide for the maintenance of his divorced wife, who is unable to maintain herself”. However, the Court further said that it is not the subject matter of Section 125 of CrPC that section deals with the cases in which, a person who is possessed of sufficient means neglects or refuses to maintain, amongst others, his wife who is unable to maintain herself.

As per the Muslim Personal Law, which confines the husband's responsibility to support the divorced wife to the iddat period, it does not address the scenario outlined in Section 125 of CrPC.

However, the court said that if the divorced wife is

self-sufficient, the husband's duty to offer maintenance concludes with the conclusion of the iddat period.

The court clarified that if she lacks the means to sustain herself, she has the right to seek relief under Section 125 of CrPC.

In essence, the court established that there is no contradiction between the stipulations of Section 125 of CrPC and those of the Muslim Personal Law concerning the obligation of a Muslim husband to provide maintenance for a divorced wife who is incapable of supporting herself.

The court further quoted the translation of Holy Quran, ayat 241 by Dr. Allamah Khadim Rashmani Nuri stated that “For divorced women, a provision should be made with fairness in addition of dower; this is a duty on the reverent”.

Conclusion

The Court finally adjudged in the favour of Shah Bano Begum and directed the appellant to pay Rs 10,000 as maintenance.

The Court in this landmark judgment added

maintenance right of Muslim women under Section 125 of the CrPC and said that the husband has the obligation to maintain the women after the Iddat period.

Notes

Section 125 of CrPC: Order for maintenance of wives, children and parents -

(1) If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain-

(a) his wife, unable to maintain herself, or

(b) his legitimate or illegitimate minor child, whether married or not, unable to maintain itself, or

(c) his legitimate or illegitimate child (not being a married daughter) who has attained majority, where such child is, by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself, or

(d) his father or mother, unable to maintain himself

or herself, a Magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother, at such monthly rate not exceeding five hundred rupees in the whole, as such Magistrate thinks fit, and to pay the same to such person as the Magistrate may from time to time direct: Provided that the Magistrate may order the father of a minor female child referred to in clause (b) to make such allowance, until she attains her majority, if the Magistrate is satisfied that the husband of such minor female child, if married, is not possessed of sufficient means.

Explanation.- For the purposes of this Chapter,-

(a) " minor" means a person who, under the provisions of the Indian Majority Act, 1875 (9 of 1875) is deemed not to have attained his majority;

(b) " wife" includes a woman who has been

divorced by, or has obtained a divorce from, her husband and has not remarried.

(2) Such allowance shall be payable from the date of the order, or, if so ordered, from the date of the application for maintenance.

(3) If any person so ordered fails without sufficient cause to comply with the order, any such Magistrate may, for every breach of the order, issue a warrant for levying the amount due in the manner provided for levying fines, and may sentence such person, for the whole or any part of each month' s allowances remaining unpaid after the execution of the warrant, to imprisonment for a term which may extend to one month or until payment if sooner made: Provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application be made to the Court to levy such amount within a period of one year from the date on which it became due: Provided further that if such person offers to maintain his wife on

condition of her living with him, and she refuses to live with him, such

Magistrate may consider any grounds of refusal stated by her, and may make an order under this section notwithstanding such offer, if he is satisfied that there is just ground for so doing. Explanation.- If a husband has contracted marriage with another woman or keeps a mistress, it shall be considered to be just ground for his wife' s refusal to live with him.

(4) No Wife shall be entitled to receive an allowance from her husband under this section if she is living in adultery, or if, without any sufficient reason, she refuses to live with her husband, or if they are living separately by mutual consent.

(5) On proof that any wife in whose favour an order has been made under this section is living in adultery, or that without sufficient reason she refuses to live with her husband, or that they are

living separately by mutual consent, the Magistrate shall cancel the order.

////////////////

(((সোর্সড ফ্রম—LeMegazine Lefemme de Ghoulle)))